টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিণ্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র সুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।
মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 9th June. 1971 | ৪র্থ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

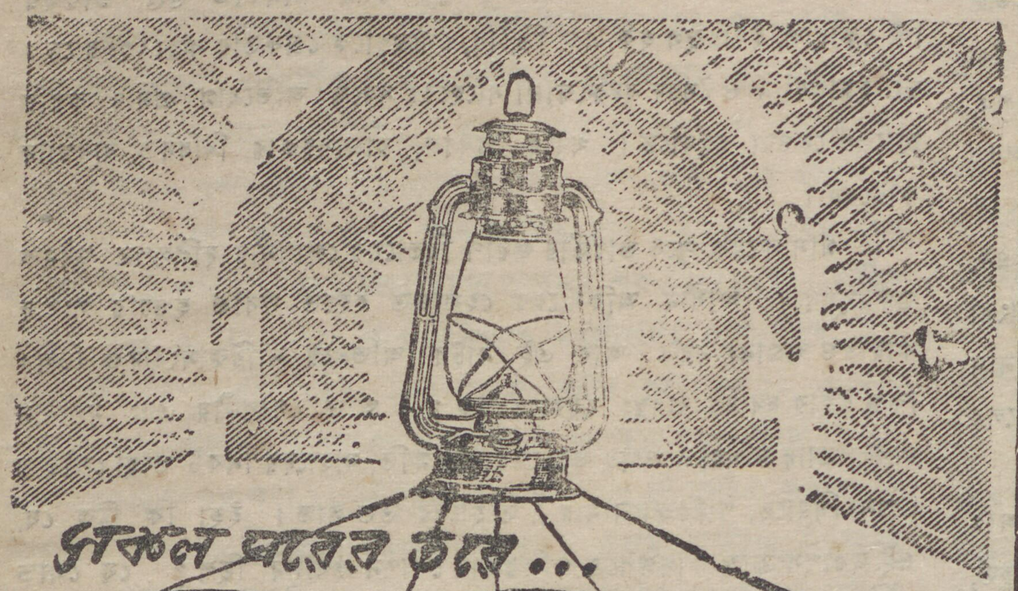

ভারত সীমান্তে গোলা—৫ জন পাক সৈন্য গ্রেপ্তার

গত ৪ঠা জুন—ভারত সীমান্ত হতে প্রায় ১ মাইল দূরে ওপার বাংলার আষাঢ়িয়াদহ চরে মুক্তিযোদ্ধা ও পাক ফৌজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুই পক্ষই হালকা মেশিনগান ও মর্টার ব্যবহার করে। ভারতীয় সীমান্তের আশে পাশের গ্রামবাসীগণ গোলাগুলির শব্দ শুনতে পান ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। লালগোলা সীমান্তে পাক গোলা পড়ায় দু'জন ভারতীয় নাগরিক আহত হন। খবরে প্রকাশ, মুক্তিযোদ্ধাদের তাড়া খেয়ে ৫ জন পাক সৈন্য ভারত সীমান্তে প্রবেশ করায় তাদের ধরে লালগোলায় নিয়ে আশা হয়। সেখান থেকে তাদের বহরমপুর চালান দেওয়া হয়। সকাল ৬টা থেকে বেলা প্রায় ২টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলে।

কলেরা

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ম্যাকেঞ্জি পার্কে অবস্থিত শরণার্থীগণের মধ্যে কলেরা রোগে সাত জন আক্রান্ত হয়। স্থানীয় হাসপাতালে তিন জনের মৃত্যু হইয়াছে। মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ শহরে পল্লীতে পল্লীতে কলেরার প্রতিষেধক ইন্‌জেকসন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জনসাধারণ সচেষ্ট হইয়া প্রতিষেধক ইন্‌জেকসন গ্রহণ করুন।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ লৌহ-যবনিকার আড়ালে—১ ॥

গত ২৪শে মে দিল্লির ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া হইতে চমকপ্রদভাবে ষাট লক্ষ টাকা উধাও হয়। ২৬শে মে লোকসভায় ইহা লইয়া বাদানুবাদ চলে। ২৭শে মে প্রধান আসামীর পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল। সমস্ত ঘটনাটি চলচ্চিত্রের পটপরিবর্তনের মত দ্রুত ঘটিয়া গিয়াছে। দেশের মানুষ প্রকৃত অপরাধীর ক্রিয়াপদ্ধতি সম্যক জানিবার সম্পূর্ণ অবকাশ পাইতে না পাইতে শাস্তির ব্যবস্থায় যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে এই যদি কাহারও ধারণা হয়, তবে তিনি মুর্খের স্বর্গে বাস করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাতে কোন উচ্চ হস্তের প্রভাব, যাহা সাধারণের অজ্ঞাত, রহিয়া গিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে কি ?

প্রধান আসামী শ্রীরুস্তম সোহরাব নাগারওয়ালা একখানি একশত টাকার নোট পালটাইতে গিয়া একটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মাতিয়া উঠিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ব্যাঙ্কের চীপ ক্যাশিয়ার শ্রীভি, পি, মালহোত্রার টেলিফোন নম্বর দেখিয়া লইয়া তাঁহাকে ডায়াল করিলেন। প্রধান মন্ত্রীর সচিব শ্রীপি, এন, হাসকর সাজিয়া প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে শ্রীমালহোত্রাকে জানাইলেন যে, বাংলা দেশের ত্রাণের জন্য ষাট লক্ষ টাকার প্রয়োজন। শ্রীমালহোত্রা উত্তরে জানান যে, তিনি মিনিট কুড়ির মধ্যেই সব ব্যবস্থা করিবেন। অতঃপর আর সকলের অজ্ঞাতেই ব্যাঙ্ক হইতে এই টাকা উঠিল।

শ্রীমালহোত্রা প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া পুলিশকে জানান। আর শ্রীনাগারওয়ালা বলিয়াছেন যে, একটি কল্পনাবিলাস, একটা উত্তেজনার মুহূর্ত, প্রধান মন্ত্রীর বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কামনা এবং প্রধান মন্ত্রীর নজরে পড়ার বাসনা ইত্যাদি তাঁহাকে এই কাজে প্ররোচিত করিয়াছে। কিন্তু এই কৈফিয়ৎগুলি ধোপে টিকিবে কি ? অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবন দিল্লীর ষ্টেট ব্যাঙ্কে প্রধান মন্ত্রীর নামে একটি তিন লক্ষ আর একটি সাত হাজার টাকার অ্যাকাউন্ট আছে বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া আর কোন অ্যাকাউন্ট নাকি প্রধান মন্ত্রীর সেখানে নাই। কিন্তু ষাট লক্ষ টাকা উঠিল কিসের বলে তাহা আমরা জানি না। শ্রীহাসকররূপী শ্রীনাগারওয়ালার কথায় ? শ্রীমালহোত্রাকে কিছু বলিতে দেওয়া হইয়াছিল কিনা, তাহা হয়ত তড়িঘড়ি জনসাধারণ জানিতে পারেন নাই। আর যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, শ্রীমালহোত্রাকে কিছু বলিতে দিলে আরও অনেক ব্যাপার (রহস্যজনক) প্রকাশ পাইত, তাহাতে বিচিত্র কিছু আছে কি ? মুখের কথায় ষাট লক্ষ টাকা উঠান যায়, সহি-সাবুদের দরকার হয় না, এই অভিনব ঘটনা আমাদের দেশেই ঘটিতে পারে। নয়াদিল্লির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকে, পি, খান্না শুধুমাত্র শ্রীনাগারওয়ালার স্বীকারোক্তিকেই প্রাধান্য দিলেন, শ্রীমালহোত্রাকে তিনি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন কিনা, করিলেও তিনি উত্তরে কী বলিয়াছিলেন, তাহা সংবাদে পাওয়া গেল না। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় কি অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের কথার উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন ? লোকসভায় ২৬।৫।৭১ তারিখ অর্থমন্ত্রী বলেন যে, শ্রীমালহোত্রা যেন সম্মোহিত অবস্থায় এই কাজ করিয়াছেন। কাজেই সম্মোহিত ব্যক্তির উপর বিচারের বাণী অচল বোধ হয়।

ষাট লক্ষ টাকা প্রতারণা করার ব্যাপারটিকে এমনভাবে ধামাচাপা দেওয়া হইল, যাহাতে প্রত্যেকে ইঁদুরের গন্ধ পাইতেছেন। দেশের মধ্যে নানা দুর্ভাগ্য চলিতেছে। ইহা তাহাদের একটি। কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হওয়ার আশঙ্কা এই ব্যাপারে থাকিতে পারে—এ কথা আজ প্রতিটি মানুষের কাছে প্রশ্ন হইয়া দেখা দিয়াছে।

॥ লৌহ-যবনিকার আড়ালে—২ ॥

গত ১লা জুন পাক-গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি এবং প্রাক্তন এম-পি সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। অবশ্য এই গ্রেফতার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা অর্ডিনান্সবলে করা হইয়াছে। একই কারণে গত ৫ই জুন সর্বশ্রী অমিতাভ গুপ্ত, সুরিন্দর সিং কোহলি, ইদরিস্থল হক এবং ডি, বি, পেরেরাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। ডাঃ ইয়াজদানি ও সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবের সম্বন্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে। খবরে প্রকাশ, রাজ্যসরকার বিধিমত ব্যবস্থাদি করিবেন।

মাস কয়েক পূর্বে ভারতীয় জরীপ বিভাগের গোপনীয় দলিলপত্র জনৈক গুরুত্বপূর্ণপদে আসীন অফিসারের হেফাজত হইতে উধাও হওয়ার সংবাদ কাহারও অজানা নয়। আর এই নাটক অভিনয়ে নায়িকাসংবাদও ছিল। কিন্তু ইহার যথাযথ ব্যবস্থা হইয়াছে কি ? অতি গোপনীয় এবং মূল্যবান দলিলপত্রাদি চলিয়া যাওয়ায় ভারতের যত ক্ষতি, যাহাদের নিকট তাহা পৌছায় (শুনা গিয়াছে, পাকিস্তানে যায়), তাহাদের তত লাভ। ইহা কি ঠিক যে, ওই জরীপসংক্রান্ত কাগজপত্রে প্রতিরক্ষার গোপন তথ্যাদি ছিল ? যে লোভ এই সব জঘন্য কাজে মানুষকে প্রবৃত্ত করে, আর যাহা হউক, তাহা কোনমতেই ক্ষমার্হ নয়।

ভারতে বিদেশী চরচক্র ক্রিয়াশীল কেন ? তাহার মূলে কি 'চাঁদী'র লোভ ? এই রাষ্ট্রের নাগরিকের দ্বারা এই রাষ্ট্রেরই নিরাপত্তা বিপন্ন হইবে, ইহা কোনমতেই বরদাস্ত করা যায় না। দেশের জনসাধারণ আশা করিবেন যে, যাঁহারা আজ আলোচ্য পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকায় রহিয়াছেন, তাঁহারা যতই প্রভাবশালী হোন, তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার দরকার। এমন কি ক্ষমতার বত্রিশ সিংহাসনের বত্রিশ পুতুলের কেহ কেহ যদি এইরূপ গুণবান হন, তাঁহারাও যেন বাদ না পড়েন। বিভীষণ রাবণ কর্তৃক চরম অপমানিত হন বলিয়াই রাবণের প্রতিকূলতা করেন। আর আমাদের আলোচ্য বিভীষণেরা কোন্ পর্যায় ভুক্ত ? রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই এই শ্রেণীর দেশহিতৈষী ও জন-দরদী-জনসেবকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে কঠোর হস্তে তাঁহাদের মূলোচ্ছেদ করিবেন—তাহা সকলেরই কাম্য। দেশ নানা দিক দিয়া ডুবিতে বসিয়াছে। এখন নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার সময় নয়।

বাংলাদেশের জন্ম

—পথচারী

ভারতের পূর্ব্ব দিগন্তে রক্তের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন শিশুরাষ্ট্রের জন্ম হতে চলেছে। "জয় বাংলার" জয়ধ্বনির মধ্যে নতুন শিশুর আগমনের সূচনা পাচ্ছি। কংসের নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা মঙ্গলময় বাসুদেবের আগমন বন্ধ করতে পারে নি। ইয়াহিয়ার বর্ব্বর পশুশক্তি কি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে প্রতিরোধ করতে পারবে?

কিন্তু প্রশ্ন হোল প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে যে রাষ্ট্র জন্ম নিল মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে সে রাষ্ট্র আজ ছিন্নভিন্ন হতে বসেছে কেন? কোন্ অদৃশ্য শক্তি এর পেছনে কাজ কোরছে? এর মূল হোল সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক কারণ। পূর্ব্ব বাংলার রক্তাক্ত ক্রান্তিকে জানতে হলে আমাদের পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক ধারাকে জানতে হবে।

ভারতের ইতিহাসে দেখি মুহম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধু আক্রমণের পর থেকে আহমদশাহ্ আবদালীর আক্রমণ পর্য্যন্ত পশ্চিম এসিয়ার মুসলমান শক্তি ভারত আক্রমণ কোরে চলেছিল। প্রথম প্রথম আক্রমণ শুধু সোনে কী চিড়িয়ার অর্থ ও সম্পদ অপহরণের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হোত। এই আক্রমণের মধ্যে ভারতে রাজ্য জয়ের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বাবরই প্রথম মুঘল বাদশাহ্ যিনি ভারতবর্ষে মুঘল রাজ্য স্থাপন করেন। শক-হূনদের কোন ধার্মিক পরিচয় ছিল না এবং এরা পরে ভারতের জনজীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে ভারতেরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কিন্তু মহম্মদ ঘুরীর সময় থেকেই এ দেশে স্থায়ী মুসলমান সভ্যতার স্থাপনা হয় এবং বাইরের মুসলমান স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস কোরতে শুরু করে। এই সময় থেকেই ভারতে দুই বিভিন্ন সভ্যতা,—হিন্দু ও মুসলমান সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। প্রথমে মুসলমান নিজেদের বহিরাগত বিজয়ী জাতি হিসাবে ভাবতে থাকে। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিকে এক ভিন্ন ও বিধর্মী কৃষ্টি হিসেবে দেখে এর অনেক ক্ষতি সাধনও করে। আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বে আমির খুসরো আরবী ও ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি নতুন কৃষ্টির সূত্রপাত করেন। ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীত তাঁর প্রচেষ্টার প্রমাণ আজও বহন কোরে চলেছে। এই সময় থেকে ভারতীয় মুসলমান সমাজ নিজেদের বহিরাগত না ভেবে ভারতীয়ভাবে ভাবতে শুরু করে। তাদের সৃজনী প্রতিভা ভারতীয় সভ্যতাকে নতুনভাবে সঞ্জীবিত কোরে তোলে। কিন্তু ইংরেজের ভারত জয়ের পর এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটল। ইংরেজ ভারতজয়ের পর নিজের সভ্যতা ভারতে নিয়ে এলো। এই সময় ইউরোপে বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হবার পর এক নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় হোল। রাজত্ব পরিচালনার সুবিধার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হোল। সাধারণ হিন্দু সমাজ ইংরাজী শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে সন্দেহের চোখে দেখে বাধা দিলেও রামমোহন রায় এবং অন্যান্য মনীষিদের প্রচেষ্টায় এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটল। হিন্দু সমাজ যুগের হাওয়াকে বরণ কোরে ইংরাজী শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে মেনে নিল। কিন্তু প্রাচীনপন্থী মুসলমান সম্প্রদায় এ ইংরাজী শিক্ষা মেনে নিতে রাজী হোল না। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সময় এমন কোন দুরদর্শী উদারনৈতিক মুসলমান নেতার জন্ম হোল না যিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের প্রতিরোধকে দূর করতে পারেন। ফলে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে গেল। কিন্তু এতে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধে কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয় নি। বাউল ও ফকির সম্প্রদায় হিন্দু মুসলমানের একতার ও সৌহার্দ্যের গান গেয়েছেন এবং এই বাউল সঙ্গীত হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমান সম্মান ও আদরের সঙ্গে উপভোগ কোরেছেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ইংরেজ নিজের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। ইংরেজ অনুভব কোরলো যে হিন্দু মুসলমান যদি একসঙ্গে থেকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় তবে ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তখন তারা গ্রহণ কোরলো বিভেদ সৃষ্টির রাজনীতি। হিন্দু ও মুসলমানের সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি কোরে ইংরেজ চিরকাল শাসন কায়েম রাখার বন্দোবস্ত কোরলো। ইংরেজ প্রচার কোরতে শুরু কোরলো হিন্দু ও মুসলমান দুই আলাদা জাতি একসঙ্গে বাস কোরতে পারে না। হিন্দুরা মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে চায়। ভারত স্বাধীন হোলে হিন্দুরা মুসলমানদের আত্মসাৎ কোরে ফেলবে। মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংস কোরে ফেলবে। এই ধারণার ওপর ভিত্তি কোরেই সৃষ্টি হোল মুসলিম লীগের। প্রবুদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ইংরেজের চাল বুঝতে পেরে প্রতিবাদ জানালেও ক্ষমতালিপ্সু মোল্লা সম্প্রদায় এবং সুযোগসন্ধানী রাজনীতিবিদরা ইংরেজের বিষাক্ত টোপ গলাধঃকরণ কোরলো। ভারত ছাড়ার আগে ইংরেজ তার মরণকামড় দিয়ে গেল ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ কোরে। জন্ম হোল পাকিস্তানের।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গ এতে আনন্দিত হলেও যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের মানসজগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। শতাব্দীর পরিচিত জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা ভাবতে বোসলো তারা কি শুধু পাকিস্তানী-না-মুসলমান-না বাঙ্গালী? কি তাদের সত্যিকারের পরিচয়? তাদের পরিচয় কি দেশ? ধর্ম? না শিক্ষাসংস্কৃতি? পূর্ব্ববাংলার যুবসমাজ যখন এর উত্তর পাবার উদ্দেশ্যে আত্মানুসন্ধানে সংলগ্ন তখন কায়েদে-আজম-জিন্নার ঘোষণা, যে, উর্দ্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তাদের আত্মদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাল। সেই মুহূর্ত্তে তারা বুঝতে পারল তারা না শুধু পাকিস্তানী-না শুধু মুসলমান তারা বাঙ্গালী। তাদের নিজস্ব ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি আছে যা বাদ দিলে তাদের কোন পরিচয় নেই। নিজের ভাষা-শিক্ষা সংস্কৃতি বজায় রেখে তারা পাকিস্তানী—মুসলমানও হতে পারবে না। এই বাঙ্গালী জাতীয়তার জয়গান তারা গাইল হাজারো শহীদের রক্তদানে মাতৃ-ভাষাকে নিজের যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত কোরে। মুজিবের নেতৃত্বে যুবসম্প্রদায় ঘোষণা কোরলো মাইকেল, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শুধু হিন্দুর নয়, মুসল-মানেরও। বাংলা সাহিত্য জনমতনির্বিশেষে বাঙ্গালীর সাহিত্য। ধর্মের নামে সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা জাতির মানসিক, বৌদ্ধিক ও সৃজনশীলতার ওপর যে মারাত্মক আঘাত হানবে তা অনুভব কোরতে পেরে যুবসমাজ ধর্মনিরপেক্ষ

শাসনব্যবস্থার দাবী জানাল। কিন্তু পাকিস্তানের জঙ্গীশাসকেরাও জানে যে যদি তারা ভারতীয় সাহিত্যিক অগ্রগতির পাকিস্তানে আসার রাস্তা বন্ধ কোরতে না পারে তবে বিদ্বেষের ওপর যে পাকিস্তানের সৃষ্টি তার ভিত্তিই ধ্বসে যাবে। তারা ভারতীয় সাহিত্যের আমদানী একেবারে বন্ধ কোরে দিল। সুপরিকল্পিতভাবে নজরুল তথা অপরাপর সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মে বিকৃতিসাধনের পথে অগ্রসর হোল। এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে জন্ম নিল সাংস্কৃতিক ক্ষুধা (Cultural Starvation) এই ক্ষুধা পূর্ব্ব বাঙ্গালীদের নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন কোরে তুলল। তারা জানল পাকিস্তানের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাদের জাতিগত এবং ভাষাগত ভাবে উন্নতি করা সম্ভব নয়। তারা দাবী কোরলো স্বায়ত্বশাসিত বাংলাদেশের দাবী।

পূর্ব্ববাংলার সংস্কৃতি হননের ভুলের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানীরা আর একটা মারাত্মক ভুল কোরলো, যা হোলো, পূর্ব্ববাংলার সম্পদের নির্লজ্জ শোষণ। পূর্ব্ববঙ্গবাসী তখন নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পরিচয় অনুসন্ধানে তৎপর তখন এই শোষণ বারুদে আগুনের কাজ কোরলো। বিরাট গাছকেও পরগাছায় মেরে ফেলে। তেমনি পরগাছার মত পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণে পূর্ব-বাংলার অর্থনীতির নাভিঃশ্বাস উঠল। দেশ ভাগ হবার পর সম্পন্ন হিন্দু পরিবার বিতাড়িতের ফলে পূর্ববাংলায় অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব দেখা দিল। অপর দিকে ধনিক পাঞ্জাবী মুসলমানের পকেটে বিনিয়োগের অর্থ ছিল, কিন্তু বিনিয়োগের সুবিধা ছিল না। যান্ত্রিকী-করণের (Industrialisation) জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা, লোহা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ, ব্যাঙ্ক, কারিগরী সংস্থা (Technical institutes) দক্ষ কারিগর (Skilled labour) এবং কাঁচা মাল ভারতে থেকে গেল। ১৯৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে তুলোজাত দ্রব্যের (cotton textile) উৎপাদন ৪৩ মিলিয়ন পাউণ্ড ও কাপড়ের উৎপাদন 99 million yard ছিল। খাদ্যদ্রব্যের একটা মোটা অংশ বিদেশ থেকে আমদানী কোরতে হোতো। উপভোক্তা সামগ্রীর (Consumer goods) শতকরা ৯০ ভাগ আমদানী কোরতে হোতো। আজ পশ্চিম পাকিস্তানে তুলোজাত দ্রব্যের উৎপাদন 605 m পাউণ্ডে পৌছে গিয়েছে। কাপড়ের উৎপাদন 99 m গজ থেকে 777 m গজে পৌছে গিয়েছে। চিনির উৎপাদন ৩০%, সিমেন্টের ৫০% এবং টায়ার-টিউবের উৎপাদনের শতকরা ৪০% ভাগ উন্নতি হয়েছে। পাটজাতদ্রব্য, কাগজ, সার ও বনস্পতির যেখানে কোন উৎপাদন ছিল না আজ সেখানে এ সব দ্রব্যের প্রচুর উৎপাদন হচ্ছে। পাকিস্তান ১৫০ মিলিয়ন ডলারের মত রপ্তানিও কোরেছে। কিন্তু এতে পূর্ব-পাকিস্তানের অংশ কি? পূর্বপাকিস্তানের সম্পদ শোষণ কোরে পশ্চিম পাকিস্তানে কলকারখানা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখানে পূর্ববাঙ্গালীদের চাকরী দেওয়া হয় না। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় পূর্ববাংলার ডিম, মাছ, ও সব্জীর বাজার নষ্ট হয়ে গেল। পূর্ববাংলার জন্য ভারতের তিনগুণ দামের কয়লা পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও চীন থেকে আমদানী হতে লাগল। এতে পূর্বের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বেড়ে গেল। উদ্যোগ প্রসারিত হতে পারল না। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কলকারখানার বালুচিস্তানের সস্তা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার কোরে বিস্তার হোলো। ভারতে যখন পাটের দাম ৪০/৫০৲ মণ তখন পশ্চিমীরা পূর্ববাংলার পাট ২০৲ মণ দরে কিনে গরীব কৃষকের দারিদ্র্যের বিনিময়ে প্রচুর লাভ কামাতে থাকল। জাতীয় আয় পূর্বপাকিস্তানে খরচ না করার ফলে যে পূর্ববাংলা কোরীয়ার যুদ্ধে প্রচুর চাল রপ্তানী কোরেছিল আজ সেখানে পেট ভরার জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী কোরতে হচ্ছে। দেশ ভাগের প্রথম ১৪ বছরে পূর্বপাকিস্তান 474 কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা অর্জন কোরেছিল। পূর্ববাংলা বছরে ১০৬ মি. টন চাল 75 m ton আখ, 35000 টন গম 43000 টন দাল, 43000 টন চা এবং 98,7000 টন পাট উৎপাদন কোরেছে। পৃথিবীর পাট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ আসে পূর্ববাংলা থেকে জাতীয় আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ আসে পূর্ববাংলা থেকে অথচ এর মাত্র ২০ ভাগ খরচ হচ্ছে পূর্ববাংলার জন্য। পূর্ববাংলার কাঁচা মাল থেকে তৈরী উপভোক্তা দ্রব্য (Consumer goods) পূর্ববঙ্গবাসীকেই চড়া দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। পূর্ববাংলার সর্বাত্মক শোষণ নিচের পরিসংখ্যান দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে—

বিভাগ	আনুপাতিক প্রতিশত	
	পঃ পাকিস্তান	পূঃ পাকিস্তান
রাষ্ট্রপতির দপ্তর	81%	19%
সেনা বিভাগ	91·9%	8·1%
উদ্যোগ বিভাগ	74·3%	25·7%
গৃহ বিভাগ	77·5%	22·5%
শিক্ষা বিভাগ	72·7%	27·3%
সূচনা বিভাগ	79·9%	20·1%
স্বাস্থ্য বিভাগ	81%	19%
কৃষি বিভাগ	79%	21%
ন্যায় বিভাগ	65%	35%
কেন্দ্রীয় লোকসেবা (Union Public Service)	85·5%	14·5%

(সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা, 3 Sept 66 সংখ্যায় প্রকাশিত)

এই ভয়ঙ্কর আর্থিক শোষণের হাত থেকে বাঁচার উপায় কি? মুজিবুর ৬ সূত্রী কার্য্যক্রমের মধ্যে একটি শর্ত্ত রেখেছিলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আলাদা মুদ্রা ব্যবস্থা চালু কোরতে হবে অথবা এমন আইন তৈরী কোরতে হবে যাতে পূর্ববাংলার আর্থিক শোষণ বন্ধ হয়। কিন্তু যখন ইয়াহিয়া পূর্ববাংলাকে মুজিবুরের শর্ত্তমত স্বায়ত্বশাসন দিতে রাজী হোল না তখন পূর্ববঙ্গবাসীদের কাছে স্বাধীন হওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা থাকল না। জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশের দাবী। কিন্তু সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে কে হাতছাড়া কোরতে চায়? তাই আজ পূর্ববাংলায় ইয়াহিয়ার রক্তের হোলীখেলা। লোলুপ পিশাচের নাঙ্গানাচ।

বঙ্গবাসীর স্বপ্ন কি সাকার হবে?

আনো ভদ্রা: ক্রতবো যন্তু বিশ্বত:

Let noble thought come to us from all sides.

অগ্নি সংযোগ

গত ৪ঠা জুন রাত্রি আন্দাজ ২ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অফিস গৃহে দুষ্কৃতকারীরা অগ্নি সংযোগ করে। ফলে এই বিদ্যালয়ের কাগজপত্র, লাইব্রেরীর বই, আলমারী, পাখা, টাইপরাইটার মেসিন, টেলিফোন, চেয়ার, টেবিল সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। ঘরের ছাদের বরগাগুলি পুড়িয়া গিয়াছে। দোতালায় ফিজিক্স ল্যাবরেটরী ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া মূল্যবান যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়াছে। দুষ্কৃতকারীরা যাওয়ার সময় কয়েকটী বোমা ফাটাই। বোমার শব্দে স্থানীয় কয়েকজন যুবক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপন কাজে ব্রতী হন। তাঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়। অগ্নিসংযোগের ফলে বিদ্যালয়ের ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৫ হাজার টাকা বলিয়া প্রকাশ। রঘুনাথগঞ্জ থানা হইতে বিলম্বে খবর পাইয়া বহরমপুর হইতে দমকল আসে কিন্তু তার পূর্ব্বে আগুন নিভাইয়া যায়। দমকল কর্ম্মিগণের অনর্থক হয়রাণী ও সরকারের পেট্রোল নষ্ট হওয়ার জন্য কে দায়ী ?

৮ই জুন শেষ রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত সেটেলমেণ্ট অফিসের জানালা ভাঙ্গিয়া অগ্নিসংযোগ করার ফলে উক্ত অফিসের কিছু কাগজ-পত্র পুড়িয়া গিয়াছে। খবর পাইয়া বহরমপুর হইতে দমকল আসে ও অগ্নিনির্ব্বাপন করে। বোমা ফাটার প্রচণ্ড শব্দে আশেপাশের লোকজন জাগিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশ সন্দেহবশতঃ স্থানীয় কয়েকজন যুবককে থানায় লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাড়িয়া দেয়।

মহতী প্রচেষ্টা

ধুলিয়ানের "আমরা সবাই" সংস্থা বাংলা দেশের শরণার্থী সাহায্যের জন্য ১৫৩৮ টাকা ভারতীয় রেড-ক্রস সোসাইটির জঙ্গিপুর শাখার সভাপতি মহকুমা-শাসক মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। "আমরা সবাই" সংস্থার অর্থ সাহায্য অনুকরণযোগ্য। উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

জীবৎ মিউজিয়ম্

—হরিলাল দাস

নজরুল ইসলাম।
তাকে দেখে এলাম।
দু'চোখে তার
বিদ্রোহী অগ্নিবীণার
শীতল উল্কাপিণ্ড।

তার বুলবুল কণ্ঠে
ছায়ানট-সিন্ধুহিন্দোল-দোলনচাঁপার ফসিল।

তার হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক দোলায়
দুলছে যত 'সর্ব্বহারা'র কঙ্কাল।

সৃজনী শক্তির মমি
শোয়ানো রয়েছে—'বিষের বাঁশি'র পাশে।

আজকের নজরুল ইসলাম,
নিজেই তার কবিকীর্তির
জীবৎ মিউজিয়ম্।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলা-শাসকের আদেশ অনুসারে জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বাংলা দেশ হইতে আগত কোনও শরণার্থীগণকে কোনও যানবাহনে (যথা বাস, ট্রাক এবং টেম্পো) যেন বহন করা না হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য বিঃ ৭- ৭১/৭২

॥ গাছের দুধের লেডিকেনি ॥

—অরুণকুমার মজুমদার

খবরটা আশ্চর্য্যজনক হলেও মিথ্যে নয় মোটেই। সয়াবীনের দৌলতে এ সব সম্ভব হচ্ছে। গত ৩রা জুন '৭১ ফরাক্কায় ব্লক অফিসের সৌজন্যে এমনি একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। উদ্দেশ্য হ'ল আমাদের দেশে সয়াবীনের চাষে যাতে চাষীদের আগ্রহ জন্মে। এত জিনিস থাকতে সয়াবীনে কেন নজর গেল সরকারের সে কথা বোঝা মুস্কিল। কৃষি-বিভাগের প্রধান অফিসার শ্রীবিধুভূষণ ব্যানার্জী আমাদের বুঝিয়ে বললেন, এর কারণ আমাদের দেশে প্রোটিনের খুবই অভাব—গ্রামের শতকরা ৯৯টা লোক মাছ মাংস ডিম কিনে খেতে পারে না—সাধ্য নেই। সুতরাং স্বাস্থ্য-ধারণের জন্য এ রকম সস্তা প্রোটিনের প্রয়োজন।

মুর্শিদাবাদ জেলার ২৩টী ব্লক ফার্মেই বর্ত্তমানে সয়াবীন চাষ চলেছে। কাজে উৎসাহ দেবার জন্য কৃষি বিভাগ দেড় টাকা কেজিতে সয়াবীনের বিক্রি সুরু করেছে। জনসাধারণ অবশ্য এখনও তেমন উৎসাহিত হয় নি, কারণ প্রাচীন রীতি পাল্টে নতুন কিছু এদেশে করা খুব কষ্টসাধ্য।

ব্লকের কাছে একটী স্কুল প্রাঙ্গণে ৭ কেজি ভিজিয়ে রাখা সয়াবীন খোসা ছাড়িয়ে বেঁটে ফেলা হ'ল। তারপর ঐ পরিমাণ বাঁটা সয়াবীন ৬ গুণ জলে ভিজিয়ে দুধ করে গরম করা হ'ল। মশাই খাঁটি দুধের সঙ্গে পার্থক্য বোঝা ভার, তবে গন্ধ একটু ইয়ে..... ...। শ্রীপরিমল চক্রবর্ত্তী মশাই বললেন আরে মশাই ঘাবড়াইবেন না—ভেনিলা মিশান্, গন্ধ ফুস্। তাই হল—তারপর ঐ দুধ ছানা কেটে নেয়া হ'ল। বাজারের একজন হালুইকর উপস্থিত ছিলেন—তাঁর নাম হ'ল শ্রীঅবনীমোহন সিংহ। তিনি ছানা দেখে হেসে বললেন, সত্যিই-তো গাছের দুধের ছানা হয়েছে। দেখি দেখি সরুন, এই বলে তিনি খগেন বাবুকে (কৃষি অফিসার) সরিয়ে ছানার সঙ্গে ময়দা মেওয়া মিশাতে সুরু করলেন।

ফরাক্কার আশেপাশে বেনিয়াগ্রাম, অর্জ্জুনপুর, নয়নসুখে প্রচুর লিচু দেখলাম। এক ফাঁকে একটু ঘুরে এলাম—ফিরে এসে দেখি লেডিকেনি মহা-বিক্রমে ভাজছেন সিংহ মশাই আর মাঝে মাঝে মিটিমিটি হাসছেন। এ পাশে ব্লক কৃষি অফিসার সৌমেন বাবু সয়াবীনের ছাকা থেকে চপ্ করে চলেছেন।

ওরা দেখালেন ঘুগনি আগেই তৈরী হয়ে গেছে। ঘাড় ফেরাতে দেখি লেডিকেনি ঝপাঝপ রসে পড়ছে।

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

॥ গাছের দুধের লেডিকেনি ॥

৫ম পৃষ্ঠার পর

বাইরে দেখি লোকের লাইন পড়ে গেছে কিনবার জন্য। বলব কি মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখি লেডিকেনি কমতে সুরু করেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে লেডিকেনি খতম।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে চপ্ ও ঘুগনি সবই শেষ হ'য়ে গেল। মোট বিক্রি হ'ল ৭২ টাকার মতন—খরচও ঐ প্রকার। কর্তৃপক্ষ "না লাভ-না ক্ষতি" হিসেবে দাম ঠিক করেছিলেন।

মুখ্য-কৃষি-অধিকারিক শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী মশাই এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, দই আর পায়েস তো দেখলেনই না। দই খুব চমৎকার হয়।

আমার খুব দুঃখ হ'ল এরা একটাও আমার জন্য অবশিষ্ট রাখেনি বিশেষ করে লেডিকেনি। বুঝলাম এরা রাখতে পারেনি—সব ধরাধর বিক্রি হ'য়ে গেছে।

এখানে শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায় বলে এক ভদ্রলোকের খুব উৎসাহ দেখলাম। তিনি নিয়মমত তাঁর জমিতে সয়াবীন চাষ করে থাকেন। বয়স ৭৫ বৎসর, এখনও উৎসাহে নবীন। এঁর মুখে শুনলাম সয়াবীন থেকে পনীর, সন্দেশ, রসগোল্লা, ময়দা, পকৌড়ী, ঘুগনি, লেডিকেনি সবই হয়। তবে ঐ উৎকট গন্ধটা মেরে নিতে হবে। এজন্য ভেনিলা ব্যবহার সমীচীন।

আমার মনে হ'ল, ব্যবহার করতে করতে জনসাধারণ যদি এর ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞ হ'য়ে ওঠেন তবে আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় শতকরা ৯৯ জন দরিদ্রকে পুষ্টির অভাবে ভুগতে হবে না। চাষী ভাইরা কি একবার চেষ্টা করবেন—খাদ্য অভ্যাস বদলাতে। দেখুন না খেয়ে এই সয়াবীন, তাতে আপনার লাভ বই ক্ষতি হবে না—আর আপনাদের মঙ্গল হলেই তো দেশের মঙ্গল। সরকারও তাই চান।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার